REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

১০ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩০ ইংরাজী 16th May. 1923. | ১ম সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া স্বয়ং আসিয়া বা করিয়ে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মণিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল

রঘুনাথগঞ্জ

টিকার অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের ফটো-ব্লক অলঙ্করণ। মূল্য মাত্র ৴০ এক আনা। ঐ এক পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া হয়।

ম্যানেজার

জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস।

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ। (মুর্শিদাবাদ)

দর্পণে সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য ব[illegible]য়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করি[illegible]।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ॥৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিদের অবস্থা অৰ্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং'র

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড. কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৯ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌ[ষধ] বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নুতন জীবন, নুতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

নিরুদ্দেশ।

অমৃতবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত মৃণাল কান্তি বসুর একমাত্র ত্রয়োদশ বর্ষীয় পুত্র গত ১৫ই এপ্রিল (২রা বৈশাখ) হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বালকটি শ্যামবর্ণ কৃশ, মুখখানি লম্বা, নাসিকা কিঞ্চিৎ চেপ্‌টা, উজ্জ্বল চক্ষু, হাত ও পা অবয়বের তুলনায় অধিক বৃহদাকার, পরণে দেশী ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবী। তাহার সহিত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী নামে পঞ্চদশ বর্ষীয়, শ্যামবর্ণ, দোহারা, দীর্ঘকায় একটী বালক ও শশধর হালদার নামে একটী চাকর আছে। শশধর মৃণাল বসুর বাড়ীতেই চাকর ছিল এবং তাঁহার পুত্রকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। শশধরের বয়স ১৯।২০, বেঁটে ও কালো, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহাদের সহিত একটী বেতের বাক্স আছে। কেহ ইহাদিগকে দেখিলে ধৃত করিবেন ও ৬৬ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে (কলিকাতা) শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসুর নিকট অনুগ্রহপূর্ব্বক সংবাদ দিবেন ও নিকটস্থ থানায় জানাইবেন। উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

—:০:—

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন ও এণ্টিটক্সিন আদি ইন্‌জেক্‌সন ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন এই দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হারিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—মেডিকেল বোর্ড ১৯৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩০ সাল।

জঙ্গিপুর সংবাদের নূতন বর্ষ।

—:০:—

দুঃখ দৈন্য ও অভাবের মধ্যে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' তাহার ক্ষীণ কলেবর লইয়া আজ নবম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া দশম বর্ষে পদার্পণ করিল। এই ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকের বৎসরান্তে আমরা আমাদিগের পাঠক ও পাঠিকাগণকে আমাদের আন্তরিক সম্ভাষণ জানাইতেছি। এবং সাধারণের নিকট আমাদিগের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। ভগবানের দয়া এবং দশের অনুকম্পাই আমাদের সম্বল।

তুলসীবিহার মেলা।

—•—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও জঙ্গিপুরের সেবাইত জমিদারগণের নৈমিত্তিক তুলসীবিহার যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। মেলায় কীর্ত্তন, যাত্রা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদেরও আয়োজনের ত্রুটি নাই। কাঙ্গালীগণকেও তিন দিন মধ্যাহ্নে অন্নদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৃষ্টির জন্য বিদেশস্থ যাত্রীবৃন্দের কিছু কষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন।

:—:০:—

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের যে নূতন বিল লাট সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে ভাগ জোত সম্বন্ধে যে ভীষণ ব্যবস্থার কথা ছিল, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি দেশময় আন্দোলনের ফলে মাননীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত রাখিলেন কোন পরিবর্ত্তন করিবেন না যেমন অবস্থা বর্ত্তমানে চলিতেছে তদ্রূপ চলিবে। বিল পাশ হওয়ার পূর্ব্বেই অনেকে নিজ নিজ জমি ভাগিদারগণের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া কেহ কেহ নিজ আবাদের ব্যবস্থা করিয়াছেন কেহ কেহ বা পতিত রাখিয়াছেন গবর্ণমেণ্টে যে এই আইন পাশ করিলেন না। লোকের আতঙ্ক দূর করিলেন তজ্জন্য আমরা শ্রদ্ধা সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্যামের বাঁশরী বাজিল যমুনায় তোরা কে কে যাবি আয়।

—:০:—

এখনও তিন বৎসর অতীত হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই আবার নির্ব্বাচন-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন প্রার্থী আসরে নামিয়াছেন। কাশীমবাজারের মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম, এ, মহোদয় এবার প্রার্থী হইয়াছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে নেহালিয়ার জমিদার এবং কাউন্সিলের বর্ত্তমান মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় এবারেও মেম্বর-পদ-প্রার্থী হইতে স্থির সংকল্প হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, গুজবে প্রকাশ,—আরও অনেকে নির্ব্বাচন-মল্ল-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। এখনও আমরা নিশ্চয়রূপে তাঁহাদিগের নাম জানিতে পারি নাই। প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব তীব্র ও উৎকট হইবে। দেখা যাক এবার কাহার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে। নির্ব্বাচন সম্পর্কিত অনেক ঘটনায় ও গল্পে প্রচুর রস থাকে। আমরা সেই রস আস্বাদনের জন্য উৎসুক রহিলাম।

নূতন নিয়মে গণ্ডগোল।

—•—

বিলাতে নিয়ম হইয়াছে যে, যে সকল স্ত্রীলোক শিক্ষকতা করিবে তাহারা চাকুরী গ্রহণের পর বিবাহ করিলে পদচ্যুত হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে রণ্ডা আর্ব্বান কাউন্সিল কয়েকজন বিবহিতা শিক্ষয়িত্রীকে পদচ্যুত করিয়াছেন। পদচ্যুতা শিক্ষয়িত্রীরা কিন্তু আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষের কাউন্সিল বলিয়াছেন, এ আইন পাশ অতিশয় খারাপ, আর ইহা বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। দেখা যাক আদালত কি মীমাংসা করেন।

ইউরোপে অবিবাহিতা।

—:০:—

ইউরোপে আড়াই কোটী স্ত্রীলোক ফাজিল হইয়াছে। ১৯১৩ সালে এইরূপ ফাজিল স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল ৯৫ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নাকি যুবতী এবং বিবাহযোগ্যা। এই সব দেখিয়া শুনিয়া জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, হয় বহু বিবাহ চালাইতে হইবে, নতুবা এই সব স্ত্রীলোককে অবিবাহিত থাকিতে হইবে।

খৃষ্টানের দীক্ষা।

—:০:—

শিমলার পার্ব্বত্য অঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ অনেক লোককে খ্রীষ্টান করিতেছিলেন, সেখানেও শুদ্ধি আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে মিস ডেভিড নাম্নী একটী মেয়েকে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহন করা হয়; একজন ব্রাহ্মণের সহিত যথারীতি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অনেক সনাতনী এবং আর্য্যসমাজী এই ব্যাপরে যোগ দিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে যে, মিস্ ডেভিডের এক ভগ্নী এবং রিপন হাঁসপাতালের আর একজন শুশ্রূষাকারিণীকে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করা হইবে।

পণপ্রথায় নূতনত্ব।

—:০:—

বরের বন্দুক দাবি।

খুলনায় এক বিবাহে বিবাহের রাত্রিতে বর নাকি একটী বন্দুক চাহিয়া বসিলেন। কন্যার পিতা নিরুপায় হইয়া অবশেষে ভাবী জামাতার শৌর্য্যের রসদ জোগাইয়াছেন। বধের দাবীর মধ্যে বীরত্ব যথেষ্ট আছে। ইহাঁকে শুধু বর না বলিয়া "বীরবর" বলা উচিত। তবে বীরত্বের নমুনা দেখিয়া আশঙ্কা হয়, বন্দুকের প্রয়োগ তিনি পাছে শ্বশুরের উপরই না করিয়া বসেন।

সন্ন্যাসীর দণ্ড।

—:০:—

গত শুক্রবার ময়মনসিংহ জেলার নান্দিনী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে দুইজন পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসীকে বিনা টিকিটে রেলে যাতায়াতের জন্য ধৃত করিয়া জামালপুর চালান দেওয়া হয়। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের অপরাধের জন্য প্রত্যেককে ৬৲ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ জরিমানার টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাদের চিমটা ও কম্বল নীলাম দ্বারা জরিমানার টাকা আদায় করিবার জন্য হুকুম হয়। কিন্তু তাঁহাদের ঐ সমস্ত জিনিষের মূল্য নীলামে ১৲ টাকার অধিক না হওয়ায় তাহাদিগকে ঐ রাত্রে হাজতে রাখিয়া পর দিন পুলিশদ্বারা সন্ন্যাসীদ্বয়কে ভিক্ষা করাইয়া জরিমানার টাকা আদায় করা হইয়াছে। যাহা হউক, সন্ন্যাসীদ্বয় মুক্তি লাভ করিয়াছে।

বিনাপণে বিবাহ।

—:০:—

গত এই বৈশাখ ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মিত্রের অষ্টম কন্যা শ্রীমতী শোভাবতীর শুভ বিবাহ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সরকার মহোদয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ মুক্তি প্রকাশ সরকার এম্ এ মহাশয়ের সহিত বিনা পণে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কেশব বাবু তাহার সুযোগ্য, সুশিক্ষিত পুত্রের বিবাহে পণ স্বরূপে পাঁচ ছয় হাজার টাকা অনায়াসেই পাইতে পারিতেন, কিন্তু পুত্র বিক্রয় দ্বারা কন্যার পিতাকে বিপদগ্রস্ত করা কেশব বাবুর রুচির বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি বিনা পণে সানন্দে পুত্র পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া সবিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। প্রকাশ পুত্রের পিতা ধনবানও নহেন। কন্যার পিতাও দরিদ্র। বরের কশাই পিতাতা দেখিয়া শিখুক।

জাহাজ জলমগ্ন।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ওকারা নামক একখানি জাহাজ কলম্বো হইতে কলিকাতার দিকে আসিতেছিল। জাহাজখানি বঙ্গোপসাগরে ঝড়ে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়াছে। প্রায় ৮০ জন নাবিক সহ জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছিল।

আমমোক্তারনামা খারিজ।

—:০:—

রঘুনাথগঞ্জের জমিদার আমার মক্কেল শ্রীযুক্তা নিত্যকালী দাস্যার ভ্রাতা ৺তারিণীপ্রসাদ ধরের পুত্র উক্ত স্থান নিবাসী শ্রীমান বিষ্ণুদাস ধর ও শ্রীমান শিবদাস ধরকে ভ্রাতুষ্পুত্র বিধায় স্নেহ পরবশ হইয়া তিনি তাহাদিগকে গত ১৩২৯ সালের মাঘ মাসে দুইখানি বিভিন্ন আমমোক্তার নামা মূলে তাহার দেবত্তর ও নিজ এষ্টেটের আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত আমমোক্তারদ্বয় দ্বারা এষ্টেটের হিতকর কোন কার্য্য না হওয়ায় ও তাহাদের দ্বারা এষ্টেটের সমূহ ক্ষতির সম্ভবনা আশঙ্কা করায় এতদ্দ্বারা উক্ত উভয় আমমোক্তারনামা হইতে ঐ আমমোক্তারদ্বয়কে খারিজ করা গেল। উক্ত আমমোক্তারদ্বয় তাঁহার দেবত্তর ও নিজ ষ্টেটের কোন কার্য্য করিলে তজ্জন্য তিনি কিম্বা তাঁহার এষ্টেট কোন অংশে দায়ী হইবে না। ইতি সন ১৩৩০ সাল তারিখ ২৬শে বৈশাখ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ধর উকীল।
বহরমপুর।

জ্বরের করাল ছায়ায়

ম্রিয়মান হবে না। ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ, কাস এবং অপরাপর সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের ভীষণ আক্রমণ হ'তে পরিত্রাণ করাবে—

অমৃতাদি বটিকা

এই ঔষধের বিশেষত্ব, একবার অসুখ নিরাময় হ'লে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না—কুইনাইন ব্যবহারে আটকান জ্বরে ইহা আশু ফলপ্রদ। ব্যবহার বিধি সহজ ও নির্ব্বাচিত নিয়মাদি প্রতি কৌটার সহিত থাকে।

৪৫ বটিকা পূর্ণ-এক কৌটা ১৲ টাকা।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা। ৩ শিশি ২৷৷০ ভিঃ পিতে ৩৷০। ৬ শিশি ৫৲, ১২ শিশি ৯৷৷০, এক পোয়া শিশি ৩৷০ টাকা, ১ গ্রোস ১০৮৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগির একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব ভস্মীভূত হইয়া যায়। অম্লতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ ভিঃ পিতে ১৷৷০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৷০

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা: "কিরীটিমান" টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেন?

আপনি কি সুস্থ ও সবল হইতে চান ?

তাহা হইলে আমাদের—

"স্বাস্থ্য পুস্তক" খানি আগাগোড়া পাঠ করুন। ইহা বিনা মূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরিত হইতেছে, সত্বর পত্র লিখুন।

"জ্বরান্তক বটীকা।"

ম্যালেরিয়া ও অন্য যাবতীয় প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা জ্বরে এবং বিজ্বরে সেবন করা চলে। মূল্য ৪০ বটিকার কৌটার ১৲ এক টাকা মাত্র !

বিসূচিকা বটীকা।

ইহা কলেরা বা ওলাউঠা রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি যাবতীয় পাকস্থলীর পীড়ারও একটী আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ। মূল্য ৩০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

মনি তৈল।

সাজ সজ্জার প্রধান অঙ্গীয় ও বিলাসের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য। কেশে মর্দ্দন করিলে কেশ সুচিক্কণ ও কোমল হয়। মুখের ব্রণ ও মেচেতা ইন্দ্রজালের ন্যায় নিঃশেষ করে। মস্তিষ্কের উপর ইহার শৈত্যগুণ বর্ণনাতীত।

মূল্য ৫ তোলার ১ শিশি ১৲।

চন্দ্রপ্রভা বটিকা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন মেহ, মূত্র কৃচ্ছ, কোষবৃদ্ধি, গতঅর্শ, শ্বেত ও রক্ত প্রদর এবং সূতিকা রোগ দূর হয়। ১৬ ষোল বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য কেবলমাত্র ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ—

মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা। ঃ— মূল্য ॥৵০

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

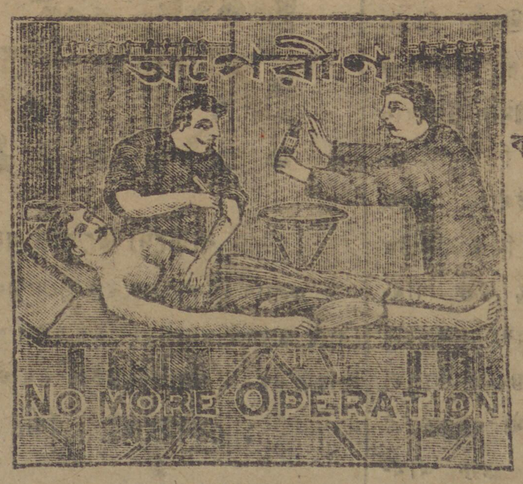

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ। ঃ— বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীতলী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ॥০ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ— ওলাউঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲।

৪নং। একজিন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ॥০ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।